কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ

কার্য প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২২

COUNCIL OF MINORITIES

১/৭, ব্লক-এফ, ১/৭, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং : ০১৯১১-৪৭৯০৭৩
ই-মেইলঃ **khalid.aygusc@gmail.com**, ওয়েবঃ **www.com-bd.org**

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে কর্মরত একটি মানবাধিকার সংগঠন। এটি ২০১৩ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা ক্যাম্পে অবস্থিত উর্দূভাষী জনগোষ্ঠীর মেলিক মানবাধিকার সুরক্ষার কাজ করছে। সংগঠনটি আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নড়ব স্থানের ক্যাম্পবাসীদের জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ট্রেড লাইসেন্স, কমিশনার সার্টিফিকেট, ব্যাংক একাউন্ট ও থানায় সাধাণ ডায়েরি ইত্যাদি বিষয়ে সেচতনতা সৃষ্টি ও সেবাসমূহ পেতে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে আসছে।

এছাড়াও, প্রতি বছর সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে আসছে। সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়কে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষে কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ প্রতি বছর যুব সামিটেরও আয়োজন করে থাকে।

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ' একটি মানবাধিকার সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়। বাংলাদেশে আধিবাসি সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সহ মোট ২৫টি উপজাতি বাংলাদেশে থাকে এবং বাংলাদেশ জাতিগত রাষ্ট্র নয় । সংখ্যগরিষ্ঠতার দিক থেকে বাংলাদেশ একটি মুসলিম ও বাঙ্গালী জাতির দেশ, যেখানে অন্যান্য ধর্মীয় ও অবাঙ্গালীরা সর্বদা বাংলদেশে একটু চাপের মধ্যে থাকে।

সঠিক নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি ব্যতীত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অধিকারগুলির সামগ্রিক বিকাশে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

ভিশন

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষা সংরক্ষণ, শিক্ষা ও দক্ষতার বিকাশ শক্তিশালীকরণ এবং নারী ও আইনী ক্ষমতায়ন প্রচারের জন্য মানবাধিকার প্রবর্তন।

মিশন

একটি শান্তিপূর্ণ, দারিদ্র্য এবং সহিংসতা মুক্ত বিশ্ব যেখানে বিশেষ করে সংখ্যালঘু, ক্ষমতাহীন ও প্রান্তিক, মর্যাদা ও আশা সহকারে বেঁচে থাকতে সমান সুযোগ পাবে।

সম্পাদিত কার্যাবলি

জানুয়ারি, ২০২২

উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত
Think Tank Meeting

জুন ২০২২ হতে মে ২০২৩ চলমান পর্যন্ত

আল-ফালাহ বাংলাদেশ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব

প্রকল্প: Empowering Linguistic Minorities to Become an Active Citizen of Bangladesh'(ELMBACB)

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

৮ই মার্চ, ২০২২

উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পুনর্বাসন উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি প্রেরণ

জুন ২০, ২০২২

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ-এর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলারের প্রত্যয়ন গ্রহণ

উর্দূভাষী বাংলাদেশীদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত Think Tank Meeting

(জানুয়ারি, ২০২২)

ভেন্যু: Nagorik Uddyog Hall, Lalmatia, Dhaka-1207.

গত জানুয়ারি, ২০২২ এ নাগরিক উদ্যোগের হল রুমে উর্দূভাষী বাংলাদেশীদের পূর্নবাসন সম্পর্কিত একটি Think Tank Meeting মিটিং অনুষ্ঠীত হয়। উক্ত মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন নাগরিক উদ্যোদের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন, Research Initiatives Bangladesh-এর নির্বাহী পরিচালক মেঘনা গুহঠাকুরতা, BLAST-এর অনারারি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল, Human Rights Expert, United Nations- এর জাহিদ হোসেন সহ প্রমুখ। উক্ত মিটিং-এ পূর্নবাসন প্রক্রিয়া কিভাবে ত্বরান্বিত ও বাস্ড়বায়ন করা যায় সে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়।

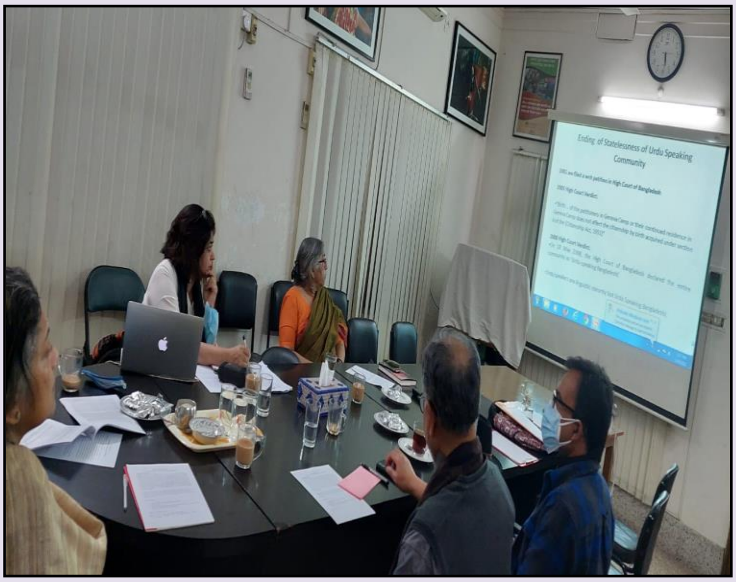

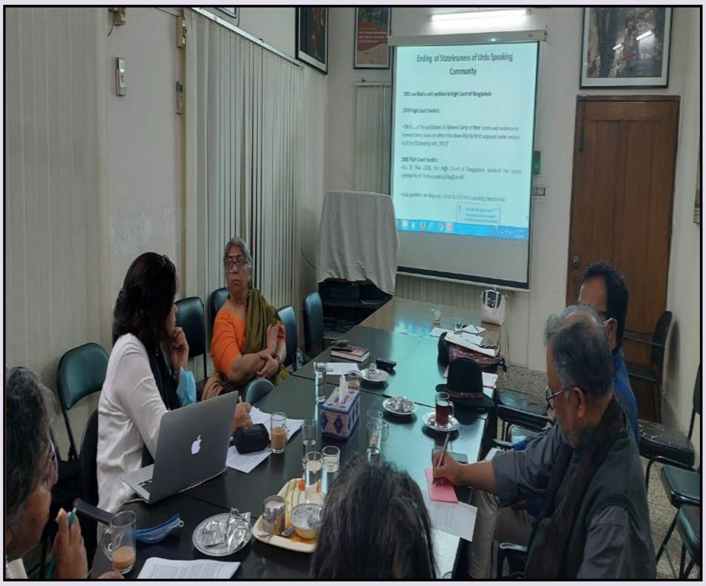

নাগরিক উদ্যোগ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব প্রকল্প

প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশের ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুন ২০২২ হতে মে ২০২৩ চলমান

কর্ম এলাকা: ঢাকা (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সৈয়দপুর, খুলনা

কার্যক্রমসমূহ:

- নাগরিক সনদ যেমন;- জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, কমিশনার সার্টিফিকেট, মৃত্যু সনদ ইত্যাদি তৈরীতে সহায়তা।
- সামাজিক সেবা যমন;- ব্যাংক হিসাব, শিক্ষায় সহযোগিতা, স্বাস্থ্য সেবা, ট্রেড লাইসেন্স, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি তৈরীতে সহায়তা।
- নাগরিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দৈনিক আউটরিচ।
- প্যারালিগ্যাল কর্তৃক উপকারভোগীদের ফলো-আপ।
- দলীয় সভা মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং সামাজিক সেবা ও অধিকার সম্পর্কিত সচেতনা সৃষ্টি।
- ওর্য়াকশপের মাধ্যমে হাতে-কলমে নাগরিকত্ব ও সামাজিক সনদ তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- ডক্যুমেন্টরি ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং সামাজিক সেবা ও অধিকার সম্পর্কিত সচেতনা সৃষ্টি।

প্রকল্পের লক্ষ্য

উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাগরিক অধিকার, সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জাতীয় পরিচয়পত্রের উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্দেশ্য ১ : বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীর মধ্যে প্যারালিগ্যাল গঠনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে নাগরিক অধিকার এবং সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।

উদ্দেশ্য ২ : প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব, উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

সুবিধাভোগী: বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের কার্যবিবরণী

এই প্রকল্পে বিভিন্ন ক্যম্পে বসবাসকারী ১৪ জন উর্দুভাষী যুবক-যুবতীদেরকে ৩ দিনের বেসিক প্যারালিগাল ট্রেনিং প্রদান করা হয় কমিউনিটি মবিলাইজার তৈরী করা হয়। উক্ত ট্রেনিং-এ মানবাধিকার ও সু-নাগরিকের দায়িত্ব র্কতব্য সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য প্যারালিগালদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এর সাথে সাথে সিভিল ডকুমেন্টস্ যথাক্রমে জন্ম সনদ, কমিশনার সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্র সম্পর্কিত আইন বিষযক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পবাসীর মধ্যে উক্ত বিষয় সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি করা । এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি জেলা শহরে যথাক্রমে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের ক্যাম্পগুলোতে ১৪ জন কমিউনিটি মবিলাইজার কাজ করছেন ।

মূল তথ্য এবং পরিসংখ্যান- জুন ২০২২ হতে জুন ২০২২ হতে ডিসেম্বর

সম্পাদিত কার্য - ২,৬৯৭ জনকে সেবা প্রদান (চলমান)

১,৭২০ জন্ম সনদ	৩৩৫ কমিশনার সার্টিফিকেট	১৬০ জাতীয় পরিচয়পত্র	২১ পাসপোর্ট	২১ ট্রেড লাইসেন্স	১৬ ব্যাংক হিসাব	০৩ মৃত্যু সনদ	০৯ সাধারণ ডায়েরী	১৪২ সাস্থ্য সেবা	২১ শিক্ষায় সহযোগিতা	৫ বয়স্ক ভাতা	২ হলফ নামা ও ওয়ারিশ সার্টিফিকেট	১,৫৯২ কোভিড-১৯ টিকা	০১ প্রতিবন্ধী ভাতা

জুন ২০২২ হতে জুন ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ চলমান নাগরিক কার্যাবলী কার্যাবলি

এলাকা	জন্ম সনদ		কমিশনার সার্টিফিকেট	জাতীয় পরিচয়পত্র		পাসপোর্ট		জি ডি	মৃত্যু সনদ	মোট
	অনুর্ধে ১৪	ঊর্ধে ১৪		নতুন	সংশোধন	নতুন	সংশোধন			
মোহাম্মদপুর	৩৬৩	২৫৮	৬	১	৭	০	০	২	০	৬৩৭
মিরপুর	৩০৭	২২৩	১৮৪	১০৩	৬	১৩	৫	৪	১	৮৪৬
সৈয়দপুর	১০৪	৮৯	১৭	১৫	০	২	০	৩	১	২৩১
চট্টগ্রাম	১১১	৬৩	৭৩	২৮	০	১	০	০	০	২৭৬
ময়মনসিংহ	১১৩	৬৮	২৫	০	০	০	০	০	১	২০৭
খুলনা	১৩	৮	৩০	০	০	০	০	০	০	৫১
মোট	১০১১	৭০৯	৩৩৫	১৪৭	১৩	১৬	৫	৯	৩	২২৪৮

জুন ২০২২ হতে জুন ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ চলমান সামাজিক কার্যাবলী কার্যাবলি

স্থান	বয়স্ক ভাতা	প্রতিবন্ধী ভাতা	ব্যাংক হিসাব	ট্রেড লাইসেন্স		স্বাস্থ্য সেবা	শিক্ষায় সহযোগিতা	হলফ নামা	ওয়ারিশ সার্টিফিকেট	কোভিড-১৯ টিকা	মাতৃত্বকাল ভাতা	মোট
ঢাকা				নতুন	রিনিউ							
মোহাম্মদপুর	০	১	০	৪	২	১৩	১	০	০	৯	০	৩০
মিরপুর	২	০	১	৬	০	২৭	৫	০	০	৫৭	০	৯৮
সৈয়দপুর	০	০	৬	০	০	৭	০	০	১	২০	০	৩৪
চট্টগ্রাম	০	০	৩	১	০	১২	১১	০	১	১৪৫	০	১৭৩
ময়মনসিংহ	০	০	০	৮	০	১১	০	০	০	০	০	১৯
খুলনা	০	০	৬	০	০	৭২	৪	০	০	১৩	০	৯৫
মোট	২	১	১৬	১৯	২	১৪২	২১	০	২	২৪৪	০	৪৪৯

জুন ২০২২ হতে মে ২০২৩ চলমান সম্পাদিত কার্যাবলি

কমিউনিটি মবিলাইজারগণ বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের জন্ম ও মৃত্যুর সনদপত্র, কাউন্সিলর সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স, থানায় সাধারণ ডায়েরি, ব্যাংক হিসাব খোলা, স্বাস্থ্য সেবায় সহায়তা, শিক্ষায় সহায়তা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ওয়ারিস সনদপত্র, কোভি-১৯ টিকাদান মতো নাগরিক ও সামাজিক দলিল অর্জনে ক্যাম্পবাসিদের সহায়তা করছে ও উক্তসনদ গুলো কিভাবে পেতে হবে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে।

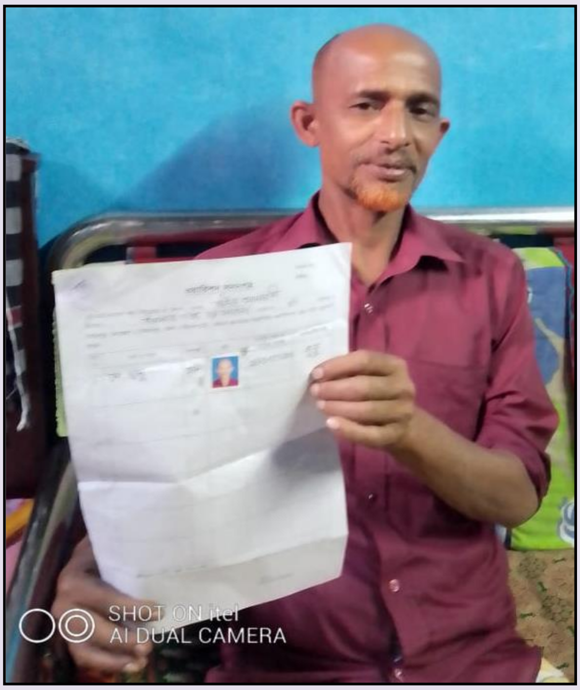

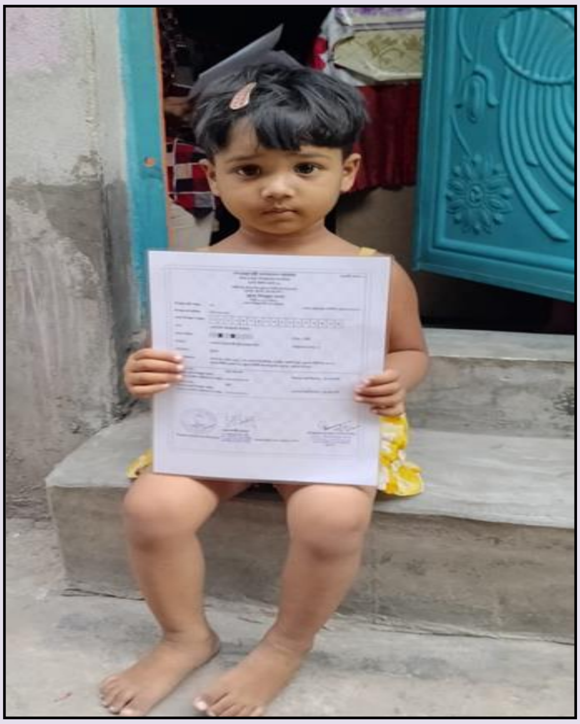

নাগরিক দলিলগুলির কেইস-স্টাডি

নামঃ রুমা আক্তার
ঠিকানাঃ মুসলিম ক্যাম্প, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
মোবাইলঃ ০১৯৯২৪৩৫৮১০

সম্পাদিত কার্যঃ জন্ম সনদ, কাউন্সিলারের প্রত্যয়নপত্র, মৃত্যু সনদ, কবরস্থান সার্টিফিকেট, হাসপাতালের প্রত্যয়নপত্র ও ওয়ারিশনামা
প্যারালিগ্যালঃ পুনাম আক্তার

রুমা আক্তার (২৯), চান্দা বেগম (৩৫) ও সেলিনা আক্তার (২৮) ৩জন হলেন মুসলিম ক্যাম্প, মিরপুর-১০, ঢাকা এর বসবাসকারী। তারা সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন এবং উক্ত সমিতির নামে ব্যাংকে একটি জয়েন্ট একাউন্ট করা যার সিগনেচারি এই ৩জন ছিলেন। সমিতির একজন সিগনেচারি চান্দা বেগম (৩৫) আকস্মিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। চান্দা বেগমের মৃত্যুর পরে যখন তারা সমিতির টাকা তুলতে ব্যাংকে যান তখন ব্যাংক তাদেরকে জানায় যে টাকা তোলার জন্যে তাদেরকে চান্দা বেগমের মৃত্যুর কারণে টাকা তোলা সম্ভব নয় এবং অনেক দলিলপত্র দরকার। এভাবে প্রায় দুই বছর পার হয়ে যায়, কিন্তু তারা তাদের সমিতির টাকা তুলতে পারছিলেন না কোনো মতে। একদিন রুমা আক্তার প্যারালিগ্যাল কর্তৃক পরিচালিত এক দলীয় সভায় জানতে পারেন যে মৃত ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট হতে টাকা তুলতে যে সকল কাগজপত্র প্রয়োজন সেগুলো পাইয়ে দিতে প্যারালিগ্যাল তাদেরকে সহায়তা করবেন। তাই রুমা আক্তার ও সেলিনা আক্তার প্যারালিগ্যাল পুনামকে নিয়ে ব্যাংকে যান। ব্যাংক প্যারালিগ্যালকে জানায় যে চান্দা বেগমের পরিবর্তে তার এজকন নমিনি বানাতে হবে এবং চান্দা বেগমের জন্ম সনদ, কাউন্সিলারের প্রত্যয়নপত্র, মৃত্যু সনদ, কবরস্থান সার্টিফিকেট, হাসপাতালের প্রত্যয়নপত্র ও ওয়ারিশনামা প্রয়োজন।

প্যারালিগ্যাল পুনাম সর্বপ্রথম চান্দা বেগমের ৫ জন সন্তানের জন্মসনদ বানাতে সহায়তা করলেন। অত:পর, চান্দা বেগমের জন্মসনদ, কাউন্সিলারের প্রত্যয়নপত্র, কবরস্থান সার্টিফিকেট, হাসপাতালের প্রত্যয়নপত্র ও ওয়ারিশনামা বানানোর পরে প্যারালিগ্যাল চান্দা বেগমমের মৃত্যু সনদ বানাতে সক্ষম হন। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্যারালিগ্যাল রুমা, সেলিনা ও চান্দার সন্তানদের নিবে ব্যাংকে গেলে জানতে পারেন যে ব্যাংক জমা হিসেবের চেক বই হতে একটি পাতা হারিয়ে গিয়েছে এবং তার জন্যে থানা হতে একটী সাধারণ ডায়েরি করে তার কপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে। তাৎক্ষণিক, প্যারালিগ্যাল তাদেরকে নিয়ে ব্যাংকে যান এবং একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। সাধারণ ডায়েরির কপি ব্যাংকে জমা দিয়ে ব্যাংকে তারা সিগনেচারি পরিবর্তনের আবদেন করে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ৫ কার্য দিবসের পরে তাদেরকে ব্যাংকে আসতে বলেন এবং জয়েন্ট এক্যাউন্টের সমস্ত টাকা রুমা আক্তারের একাউন্টে স্থানান্তর করে দেন। সমিতির ৯৬,০০০/- টাকা রুমা আক্তারের একাউন্ট থেকে তুলে সমিতিরে সকলে নিজ নিজ হিসেব মোতাবেক টাকা বুঝে পান এবং চান্দা বেগমের সন্তানরাও তাদের মায়ের টাকা বুঝে পান।

ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের সমস্ত প্রক্রিয়ায় প্যারালিগ্যাল পুনাম আক্তার তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন এবং প্যারালিগ্যালের সহায়তা পেয়ে তারা অনেক সন্তুষ্ট।

জুন ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ দলীয় সভা

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর),খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় উক্ত চলমান প্রকল্পের এখন পর্যন্ত মোট ২৫২ টি দলীয় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় মোট ৩,৭৮০ জন ক্যাম্পবাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে নারী ২,৭১২ জন, বালক ১৬৩ জন ও বালিকা ৯০৫ জন । সভায় নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমন: জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস,পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয়।

স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী				
		পুরুষ	নারী	বালক	বালিকা	মোট
মোহাম্মদপুর	৩০	০	৩৬০	০	৯০	৪৫০
মিরপুর	৫০	০	৫৯০	০	১৬০	৭৫০
সৈয়দপুর	২০	০	২০৫	৩০	৬৫	৩০০
চট্টগ্রাম	৩০	০	৩৩০	৪৫	৭৫	৪৫০
ময়মনসিংহ	১০	০	১০৫	০	৪৫	১৫০
খুলনা	১০	০	১২৫	০	২৫	১৫০
মোট	১৫০	০	১৭১৫	৭৫	৪৬০	২২৫০

দলীয় সভায় অংশগ্রহণকারী ক্যাম্পবাসীদের মতামত ও প্রত্যাশা

ছয়টি কর্ম এলাকা যথাক্রমে ঢাকা(মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), চট্টগ্রাম, খুলনা, সৈয়দপুর ও ময়মনসিংহে দলীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্যারালিগ্যালগণ ক্যাম্পবাসীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্যে যে সকল বিষয়মূহ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সম্পর্কে মতামত ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যা সার-সংক্ষেপে নিম্মে তুলে ধরা হলো-

- ক্যাম্পবাসীদের জন্যে পরিষ্কার খাবারের পানির ব্যবস্থা ।
- ক্যাম্পে যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। ভালো পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে রোগ জীবানু থেকে প্রতিকার পাওয়া যাবে।
- ক্যাম্পে বসবাসকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই ও সরকারী কোনো প্রকার সহায়তা ও নাই। সরকারের পক্ষ থেকে যদি কোনো প্রকার সহায়তা পাওয়া যেত শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহলে অনেক সুবিধা হতো।
- স্বাস্থ খাতে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনো কমিউনিটি ক্লিনিক নাই। ক্যাম্পবাসীদের জন্যে যদি কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে তারা সুচিকিৎসার সুযোগ পেয়ে উপকারিত হতো।
- কিছু অসাধু ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্যে মাদকসহ বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড ক্যাম্পের অভ্যন্তরে চালিয়ে ক্যাম্পের সুনাম ক্ষুন্ন করে তাদের হাত থেকে ক্যাম্পবাসীদের রক্ষা করাও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা।
- ভাষাগত কারণে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্যের শিকার হতে হয়। সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে যদি এই বৈষম্য কমিয়ে আনা যায় তাহলে সমাজে ক্যাম্পে বসবাসকারীদের কেউ ক্ষীণ চোখে দেখবে না।
- ক্যাম্পবাসীদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা
- ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নত করা
- ক্যাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- ক্যাম্পের বেকার যুবকদের তাদের দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে চাকরির সুযোগ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া
- ক্যাম্পের বেকার যুবতী ও মহিলাদের জন্যে বিভিন্ন কারিগরি ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
- ক্যাম্পবাসীদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা

প্যারালিগ্যাল কর্তৃক ক্লাইন্ট ফলো-আপ

- প্রত্যেক প্যারালিগ্যাল মাসে ২ টি করে ক্লাইন্ট ফলো-আপ করে থাকেন। উক্ত ফলো-আপে ক্লাইন্ট প্রাপ্ত সনদ কি কাজে ব্যবহার করেছেন এবং কি উপকার পেয়েছেন সে সম্পর্কে ধারণা নেন। উক্ত সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়া ক্লাইন্ট কতটুকু শিখতে পারলেন এবং প্রক্রিয়া শেখার পরে কাউকে উক্ত দলিল পাইতে দিতে সহযোগিতা করলেন কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

স্থান	ক্লাইন্ট ফলো-আপ			
	প্যারালিগ্যালের সংখ্যা	ফলো-আপের সংখ্যা প্যারালিগ্যাল প্রতি	মোট মাস	মোট ফলো-আপ
মোহাম্মদপুর	৩ জন	২	৭	৪২ টি
মিরপুর	৪ জন	২	৭	৫৬ টি
সৈয়দপুর	২ জন	২	৭	২৮ টি
চট্টগ্রাম	৩ জন	২	৭	৪২ টি
ময়মনসিংহ	১ জন	২	৭	১৪ টি
খুলনা	১ জন	২	৭	১৪ টি
মোট	১৪ জন			১৯৬ টি

জুন ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ চলমান মাঠ পর্যায়ে দৈনিক সচেতনতামূলক

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রকল্পের এক বছরের মধ্যে **৪,৬৭৫টি** পরিবারের **বালিকা/নারী ১১,৩৬২** জন ও **বালক/ পুরুষ ১১,৪৫২** জন মোট **২২,৮১৪** জন সদস্যকে আউটরিচ করা হয় মাঠ পর্যায়েআউটরিচের সময় পরিবারের উপস্থিত নারী, পুরুষ, বালক ও বালিকাদেরকে নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমন: জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয়।

স্থান	উপকারভোগী (মাঠ পর্যায়ে)			
	পরিবারের সংখ্যা	বালিকা/নারী	বালক/ পুরুষ	মোট
মোহাম্মদপুর	১৬০২	৩৫৩১	৪১৮৭	৭৭১৮
মিরপুর	৫৪০	১১২৯	১১৯৪	২৩২৩
সৈয়দপুর	১৫১৩	৩৫১২	৩৬১০	৭১২২
চট্টগ্রাম	১০৮৫	২৪৫৮	২৫২৪	৪৯৮২
ময়মনসিংহ	৫২৫	১২২২	১১৪১	২৩৬৩
খুলনা	৬৭১	১৪৮২	১৫৭৭	৩০৫৯
মোট	৫৯৩৬	১৩৩৩৪	১৪২৩৩	২৭৫৬৭

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২
২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর উদ্যোগে ১০ জন বিশিষ্ট একটি দল জাতীয় শহীদ মিনারে যায়। কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর পক্ষ হতে জাতীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি পুস্পাঞ্জলী অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করা হয় ও তাদের রূহ-এর মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। তাদের স্মৃতি আমাদের দেশপ্রেমের অনুভূতিকে প্ররোচিত করে এব দেশের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে। দিনটি আমাদের সাহসী জাতি হিসাবে মর্যাদার সাথে বাঁচতে অনুপ্রাণিত করে।

উর্দূভাষী বাংলাদেশীদের পুনর্বাসন উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি প্রেরণ
(মার্চ ০৮, ২০২২)

COM
COUNCIL OF MINORITIES

মার্চ ০৮, ২০২২

বরাবর
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়ঃ উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities)-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন!

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities)- একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অ-মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান। ২০০৮ সালে মহামান্য হাই কোর্টের রায় অনুযায়ী বাংলাদেশে ১১৬ টি ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের নাগরিক। উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর তরুণ প্রজন্ম মনে-প্রাণে এ দেশের আলো বাতাসের সাথে মিশে আছে এবং নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে।

সম্প্রতি, গত ৬ই মার্চ বাংলাদেশে বসবাসরত উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পুনর্বাসনের জন্য আপনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তার জন্যে কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ উর্দুভাষীদের পক্ষ থেকে আপনার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানায়। উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পুনর্বাসনের জন্যে আপনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন তা উর্দুভাষীদের দীর্ঘদিনের আবাসস্থলের সমস্যার অবসান ঘটাবে এবং তাদের জনাকীর্ণ জীবন থেকে উন্নত জীবনের দিকে ধাবিত করতে সহায়তা করবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় উর্দুভাষী বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

পুনর্বাসনের সম্পর্কে একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি তা হলো, উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর তরুণ প্রজন্ম যাতে বৈষম্যের শিকার না হয় সে লক্ষ্যে উর্দুভাষীদের জন্য সমন্বিত পুনর্ববাসনের ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী এবং বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী মিলেমিশে থাকার সুন্দর একটি নজির স্থাপন করতে পারে। পুনর্ববাসন এমন ভাবে করা হয় যাতে ৬০ % উর্দুভাষীর সাথে ৪০% বাঙ্গালীভাষী সমন্বিত ভাবে এক সাথে বসবাস করতে পারে। এছাড়াও ক্যাম্পে কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী ভাড়াটিয়া হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করে আসছে তারাও যাতে পুনর্বাসনের আওতায় অর্ন্তভুক্ত হয় একই স্থানে। উর্দুভাষী বাংলাদেশী এবং বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী মিলেমিশে থাকলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করতে পারে, একে অপরের সাথে ভালোভাবে মিশতে পারে, একে অপরের সম্পর্ক জানতে পারে, একে অপরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আদান প্রদান করতে পারে এবং বৈষম্যবিহীন একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলে।

অতএব, বিনীত নিবেদন আপনি, উর্দুভাষী ও বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী যাতে সমন্বিত ভাবে মিলেমিশে বৈষম্যবিহীন একটি সমাজ গড়ে তুলে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুণর্ববাসনের যথাপোযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাধিত করবেন। আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।

আপনার বিশ্বস্ত

খালিদ হোসেন
প্রধান নির্বাহী
কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ

COUNCIL OF MINORITIES ★ COM ★ Mohammadpur

1/7, Block-F, Aziz Moholla, Mohammadpur, Dhaka-1207
Cell: 01911-479073 www.com-bd.org/ Email khalid.aygusc@gmail.com

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ-এর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলারের প্রত্যয়ন গ্রহণ (জুন ২০, ২০২২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আপনার শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

সময়মত সিটি কর পরিশোধ করুন

Alhaj Md. Salim Ullah (Solu)
Councilor
Ward No-29
Dhaka North City Corporation, Dhaka.

আলহাজ্ব মোঃ সলিম উল্লাহ্ (সলু)
কাউন্সিলর
২৯ নং ওয়ার্ড
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

সূত্র ঃ ১০০২(১)২০২২/২৯

তারিখ ঃ 20 JUN 2022

কাউন্সিলর কার্যালয় ওয়ার্ড নং-২৯ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

যাহার জন্য প্রযোজ্য

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **"কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ"** একটি স্বেচ্ছাসেবী, অমুনাভোগী ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি মোহাম্মদপুর ২৯ নং ওয়ার্ডে ৩টি ক্যাম্পে লিগ্যাল ইম্পাওয়ারমেন্ট ও শিক্ষা নিয়ে বিগত ২০১৩ হতে কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি কোনো প্রকার রাষ্ট্র বা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত নয়। আমরা কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ-এর জনসেবামূলক কাজ সর্ম্পকে অবহতি এবং ভবিষ্যতে কল্যানমূলক কাজের জন্য তাদেরকে শুভকামনা রইলো। —

[আমার জানামতে প্রত্যয়ন পত্রটি প্রদান করা হলো। কোন তথ্য মিথ্যা প্রমানিত হলে এই সনদপত্র প্রযোজ্য নহে]।

মামলা ও জামিনের জন্য
এই সনদপত্র প্রযোজ্য নহে।

মোঃ সলিম উল্লাহ্ (সলু)
কাউন্সিলর
ওয়ার্ড নং-২৯
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

"We are extricating ourselves from a system that insulted our common humanity by dividing us from one another on the basis of race and setting us against each other as oppressed and oppressor. That system committed a crime against humanity."

***-Nelson* Mandela**

COM

COUNCIL OF MINORITIES

১/৭, ব্লক-এফ, ১/৭, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং : ০১৯১১-৪৭৯০৭৩
ই-মেইলঃ **khalid.aygusc@gmail.com**, ওয়েবঃ **www.com-bd.org**